এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১১৭: এপ্রিল-জুন ২০১৫ // রেজি নং-২৪/৮৭

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্য
- জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাইক্লোন শেল্টার উদ্বোধন
- তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নকশা সম্পন্ন
- হালনাগাদ করা হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান
- কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা অনুমোদন
- সৌরবিদ্যুতের আলোয় আলোকিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
- তিন বৃহত্তর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প হস্তান্তর
- শুরু হচ্ছে ভোগাই নদীতে রাবার ড্যাম ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম
- জীবনযাত্রার মান বাড়াতে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ
- এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার
- এলকেএসএস লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা
- নবিদেপ থেকে ১৮ পৌরসভায় গাড়ি প্রদান
- জাইকা ভাইস প্রেসিডেন্টের এলজিইডি পরিদর্শন

১৬ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাহেবের ঘাট এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু" উদ্বোধন করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেতুর বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দা নদীর ওপর "শেখ হাসিনা সেতু" উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাহেবের ঘাট এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু" উদ্বোধন করেন। একই সময় তিনি অন্যান্য সংস্থার পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বুক চিরে মহানন্দা প্রবাহিত। নদীটি উপজেলার মূল অংশ থেকে ৭টি ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার মানুষ সাহেবের ঘাট এলাকার এই পথে মহানন্দা নদী পার হয়ে উপজেলা ও জেলা শহরসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করে। এতে তাদের ভোগান্তির পাশাপাশি প্রচুর সময় নষ্ট হয়। প্রতিকুল যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এই এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারে সময়মত পরিবহন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক আম ও কাঁচা সবজি নষ্ট হয়। এতে কৃষকরা মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ থাকায় এতোদিন মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। অনেক রোগী এমনকি প্রসূতি দুর্ভোগের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। সেতুটি নির্মাণের ফলে এখন এক ঘন্টার মধ্যেই জেলা শহরে যাওয়া সম্ভব হবে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থে সেতুটি নির্মিত হয়। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ বাংলাদেশী প্রযুক্তিতে সেতুটি নির্মাণে সময় লেগেছে চার বছর। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ডব্লিউএমসিজি ও নাভানা যৌথ উদ্যোগে সেতুটি নির্মাণ করে। সেতুটি নির্মাণের প্রাক্কালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক এর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা চালান হয়, যার ভিত্তিতে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটের প্রকৌশলীবৃন্দ সেতুটির স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পন্ন করেন।

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ সেতু নির্মাণে এলজিইডি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করতে এলজিইডি নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী অঞ্চলের তিন শ্রেণীর সড়কের মধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক উন্নয়ন এবং এসব সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সারাবছর চলাচল উপযোগী রাখার দায়িত্ব এলজিইডির। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল ও সুদৃঢ় করতে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

আশির দশকে তৎকালীন এলজিইবি বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আওতায় গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী মাটির সড়ক নির্মাণ এবং ওইসব সড়কে ছোট আকারের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করলেও বিগত দু'দশকের বেশী সময় ধরে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন এবং এসব সড়কে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ করে আসছে। দীর্ঘ এসব সেতু গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে উন্নত ও সহজতর।

গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতুর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এলজিইডি ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে "উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০ মিটার বা তার উর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের মোট ১৭১টি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে; যার মধ্যে ৯টি সেতু নির্মিত হবে ৫০০ মিটারের উর্ধ্বে। সর্বোচ্চ ৭৭১ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মিত হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায়।

দীর্ঘ সেতুর নির্মাণের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে দেশীয় অর্থে প্রায় ৮১০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু নির্মাণ করেছে এলজিইডি, যা চলাচলের জন্য ইতোমধ্যে খুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া কুড়িগ্রামের ধরলা নদীতে ৯৫০ মিটার ও বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর প্রকল্পের আওতায় রংপুরে ৮৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি সেতু বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে। গাইবান্ধায় ১৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাহেবের ঘাট এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর ৫৪৭ মিটার এবং কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার কাঁঠালিয়া নদীর ওপর ৪১৮ মিটার ও ৩০৪ মিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি সেতু উদ্বোধন করেন।

পরিবেশ সুরক্ষা বিশেষ করে নদীর নাব্যতা ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য

(এরপর পৃষ্ঠা - ৭, ১ম কলাম)

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যঃ অগ্রগতি ৯৯.২০%

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি ৯৯ শতাংশের ওপরে অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হলো। সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থবছরে এলজিইডির এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিলো ৬৬১১.৫৭ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯৬৭.১৭ কোটি টাকা। ৯৬টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার থেকে এই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ৩০ জুন অর্থবছর শেষে এলজিইডি মোট ৭৯০৩.৬২ কোটি টাকা ব্যয় করতে সমর্থ হয়, যা মোট বরাদ্দের (সংশোধিত এডিপির) ৯৯.২০ শতাংশ। এই বরাদ্দের মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থের পরিমাণ ৫৬১৩.৩৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩৫৩.৮০ কোটি টাকা।

এলজিইডির ৭৪টি পল্লী উন্নয়ন, ২৪টি নগর উন্নয়ন, ৩টি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন অর্থ্যাৎ মোট ১০১টি (৯৬টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্প এবং কৃষি ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ২৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থাৎ সর্বমোট ১২৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৭টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিতে এলজিইডির জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৫৭৩৮.১৮ কোটি ও ৬১০৭.১১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৫৬৬৯.৯২ কোটি (৯৮.৮১%) ও ৬০৪৬.১৪ কোটি (৯৯%) টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডিতে এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে ১৮৬০.০৬ কোটি টাকা।

হাজার কোটি টাকা

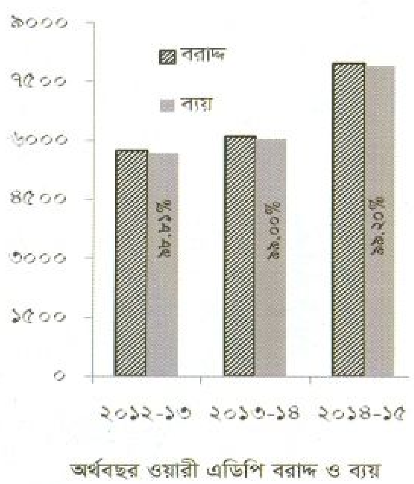

অর্থবছর ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্যালিপ এর জন্য তিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এলজিইডির সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সফলতা অর্জনে এবং হাওড় এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি কমিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে হিলিপের কর্মসূচি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ক্লাইমেট এডাপটেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রটেকশন (ক্যালিপ)। ক্যালিপ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে থাকে। ক্যালিপের কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত মে ও জুন মাসে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) এর সঙ্গে তিনটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করেছে এলজিইডি। এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, আইডব্লিউএফএম-বুয়েট এর পক্ষে ডঃ জি. এম. তারেকুল ইসলাম, বিএমডি এর পক্ষে পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম এবং বিডব্লিউডিবি এর পক্ষে সচিব জনাব আব্দুল খালেক সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করেন।

এলজিইডি ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

গত ২৭ মে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আরিফ আজাদ নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার হাওড় এলাকার ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা'র যৌথ অর্থায়নে এলজিইডি হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের ৩টি অংগের মধ্যে অন্যতম একটি অংগ হলো মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন। প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও দুস্থ নারীসহ সুফল ভোগীদের মধ্যে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডির সঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ থমাস প্রিনজ গত ২০ মে বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় নবনির্মিত লাঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার উদ্বোধন করেন।

জার্মান রাষ্ট্রদূতের প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার উদ্বোধন

জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ থমাস প্রিনজ গত ২০ মে বাংলাদেশ সরকার, কেএফডব্লিউ ও আইডিএ এর যৌথ অর্থায়নে বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় নবনির্মিত লাঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার উদ্বোধন করেন। জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ইসিআরআরপি) এর আওতায় বিদ্যালয়টি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান; কেএফডব্লিউ বাংলাদেশ ও নেপালের আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক মিঃ ডেভিড কুনজে; জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বরগুনা পৌরসভার মেয়রসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মীর জহুরুল ইসলাম। জার্মান রাষ্ট্রদূত সাইক্লোন শেল্টারটির বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন এবং গর্ভবতী মায়েদের আলাদা রুমসহ টয়লেট, নারী পুরুষদের জন্য পৃথক টয়লেট, বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তার ব্যবহার, দূর্যোগকালীন সময়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হিসেবে সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা রাখায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ কাজের পাশাপাশি ভবন রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সংশ্লিষ্টতা থাকায়ও তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

২৭ মে এলজিইডি সদর দপ্তরে বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (সিডিপি) বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) জনাব মোঃ মহসীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) জনাব ইফতেখার আহমেদ, ইউনাইটেড নেশান অফিস প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর টিম লিডার জয় জে ব্যলেন এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে গত ২২ এপ্রিল এলজিইডি সদর দপ্তরে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের ওরিয়েনটেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এবং অতিরিক্ত সচিব অশোক মাধব রায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মিসেস খালেদা আহসান এবং এডিবির আরবান বিশেষজ্ঞ নরিও সাইতো।

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, দেশের ৩১টি পৌরসভায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর ব্যয় ধরা হয়েছে ২৬০০.৪৮ কোটি টাকা। এডিবি প্রতিনিধি নরিও সাইতো বলেন, এলজিইডি ইতিপূর্বে এ ধরণের দুটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেদা আহসান বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরবাসীকে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ জরুরী।

অতিরিক্ত সচিব অশোক মাধব রায় বলেন, পৃথিবীর উন্নত সকল দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয় দিয়ে পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা পারি না। আমাদের চলতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দ দিয়ে। তিনি বলেন, পৌরসভাগুলোকে আয় বাড়াতে হবে; স্বাবলম্বী হতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, এলজিইডি নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে নগর অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সিআরডিপি, এমজিএসপি, সিটি গভার্নেন্সসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প নগর উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৫০ ভাগ এলাকায় নগর সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে।

প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক বলেন, ১৫০ বছর আগে আমাদের দেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ - এই চারটি পৌরসভা নিয়ে নগরায়ন চালু হয়। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩২৪টি, এর সঙ্গে রয়েছে ১১টি সিটি কর্পোরেশন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ পাশ হয়েছে, ফলে পৌরকর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারায়ণগঞ্জের অবদান ব্যাপক। শিল্প ও বাণিজ্য নগরী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ শহর জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও শহরের পরিবৃদ্ধির জন্য ২০১১ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, সদর ও বন্দর উপজেলার একাংশ নিয়ে প্রায় ৭২ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিস্তৃতি। ১৪ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই জনপদকে দ্বিখণ্ডিত করেছে শীতলক্ষ্যা নদী। প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক মানুষ তাদের চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নৌকায় পারাপার হয়। এই নদীতে বড় নৌযান চলাচলের কারণে পারাপার হওয়া মানুষ সবসময় থাকে ঝুঁকির মধ্যে। এই বাস্তবতায় শহরের অভ্যন্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ছিল ঐ অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। এর প্রেক্ষিতে সিটি মেয়রের অনুরোধে এলজিইডির উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় নকশা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে ২০১৪ সালের এপ্রিলে সেতুর নকশা প্রণয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগে জেপিজেড কনসালটেন্টস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ও এনভায়রনমেন্ট কোয়ালিটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেতুর নকশা প্রণয়ন কাজ শেষ হয়েছে।

তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নকশা

সিআরডিপির সহায়তায় হালনাগাদ করা হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ১৯৯৫-২০১৫ মেয়াদের ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা ডিএমডিপি আগামী ২০১৬-৩৫ মেয়াদে হাল নাগাদ করে ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এলজিইডির নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর সহায়তায় এই উপ-প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যানের চূড়ান্ত খসড়া রাজউকের কাছে হস্তান্তর করে। খসড়া পরিকল্পনার ওপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার এবং কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটি (টিএমসি)র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিএমসির মন্তব্যসহ খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে রাজউক খসড়া এই প্রতিবেদনের ওপর গণশুনানীর প্রজ্ঞাপন জারীর জন্যেও অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়কে। গণশুনানীতে প্রাপ্ত মন্তব্য এবং টিএমসির মন্তব্য বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান চূড়ান্ত করা হবে। উল্লেখ্য, এই উপ-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরে একটি উপ-শহরের সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হয়।

কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা অনুমোদন ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

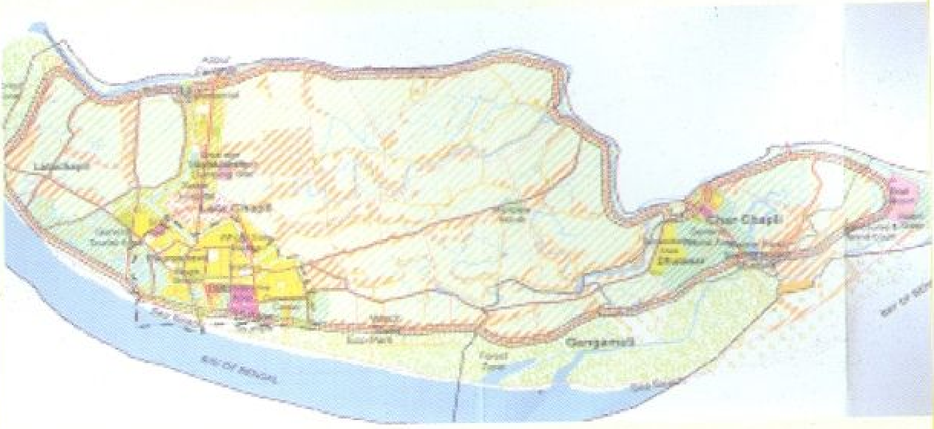

কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এলজিইডি। এলজিইডির উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২২২টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার মহাপরিকল্পনার সঙ্গে এই পর্যটন অঞ্চলের মহাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে প্রায় ৮২.৫০ বর্গ কিমি এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একাধিক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় মহাপরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা তৈরীর পর তা সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মহাপরিকল্পনাটি অনুমোদন এবং গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর ফলে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়ন সহজতর হবে।

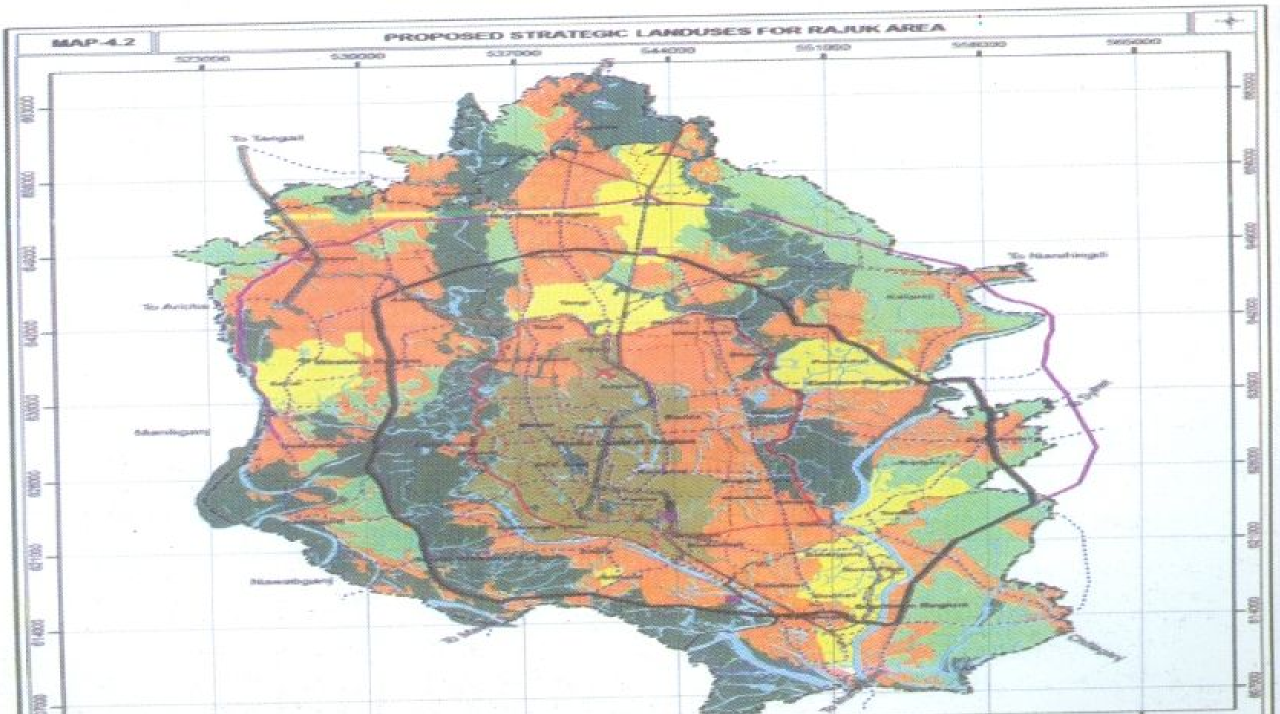

রাজউক এলাকার প্রস্তাবিত কৌশলগত ভূমি ব্যবহার মানচিত্র

মিশন

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা: সেলিনা হায়াত আইভী এবং মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ

সিআরডিপির মিডটার্ম রিভিউ মিশন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মিডটার্ম রিভিউ মিশন গত ১৫ থেকে ২৩ এপ্রিল নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জ্যেষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা (নগর অবকাঠামো) এলমা মোর্শেদার নেতৃত্বে এডিবির কর্মকর্তা জনাব জাবেদ হোসেন ও পরামর্শক রিনা সেন গুপ্তা মিশন সদস্য হিসেবে যোগদেন। প্রকল্পের যৌথ অর্থ যোগানদাতা অন্য দুই সংস্থা কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডার প্রতিনিধিবৃন্দও মিশনে অংশ নেন। মিশন সদস্যরা এলজিইডি, ডিপিএইচই, রাজউক ও প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মিশন গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে সিআরডিপির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। গত ২৩ এপ্রিল স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

এমজিএসপির ইম্প্লিমেন্টেশন সাপোর্ট সুপারভিশন মিশন

বিশ্ব ব্যাংকের টাস্ক টীম লিডার মি. ক্রিস্টোফার টি. পাবলো এর নেতৃত্বে ইম্প্লিমেন্টেশন সাপোর্ট সুপারভিশন মিশন গত ১৭ থেকে ২৮ মে মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। মিশন কাজের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। সুপারভিশন মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, মাধবপুর পৌরসভা এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। এসময় মিশন সংশ্লিষ্ট মেয়র ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে। গত ২৮ মে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে র‍্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

এমজিএসপির ইম্প্লিমেন্টেশনসাপোর্ট সুপারভিশন মিশন এলজিইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়।

সৌরবিদ্যুতের আলোয় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৬টি ওয়ার্ড আলোকিত করলো সিআরডিপি

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের টঙ্গী, গাছা ও পূবাইল এলাকার ২৬টি ওয়ার্ড আলোকিত হলো সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি স্থাপনের মাধ্যমে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় এই সৌরবিদ্যুৎ বাতি ওয়ার্ডগুলোর বিভিন্ন সড়কের পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হলেও এসব এলাকার কোথাও কোথাও পর্যাপ্ত এবং কোথাও একেবারেই সড়ক বাতি ছিলো না। ফলে রাত নেমে এলেই অন্ধকার ছেয়ে ফেলতো এলাকাগুলোকে এবং প্রায়শই চুরি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটতো। সিআরডিপি সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সড়ক বাতি সরবরাহ ও স্থাপন উপ-প্রকল্পের সাহায্যে খুঁটিসহ তিন হাজারেরও বেশি সৌরশক্তির বাতি স্থাপন করে ১১৪ কি. মি. সড়ক জুড়ে। পরিবেশ বান্ধব এই বাতি এলাকার অন্ধকার দূর করার পাশাপাশি দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে অবদান রাখছে। সন্ধ্যার পর আলো থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এখন অধিক সময় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছেন, যা এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া এই বাতির কারণে রাতের বেলা সংঘটিত অপরাধমূলক কাজ অনেক কমে যাওয়ায় এলাকাবাসী সন্তুষ্ট।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের এমজিএসপির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের সিনিয়ন আরবান স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টীম লিডার মিঃ ক্রিস্টোফার টি. পাবলোর নেতৃত্বে একটি দল গত ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পভুক্ত পটিয়া, চকোরিয়া, মিরসরাই, সীতাকুণ্ড ও ফেনী পৌরসভা এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। এসময় তাঁরা প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং চলমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করে। প্রকল্প পরিচালক শেখ মুজাক্কা জাহের, উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ সেতু নির্মাণে...

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রতি ক্ষেত্রে ১০০ মিটার বা তার বেশী সেতুর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি করা হয়। এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটের প্রকৌশলীবৃন্দের তত্ত্বাবধানে এসব সেতুর ডিজাইন হয়ে থাকে।

সম্প্রতি উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে গুরুত্বপূর্ণ নতুন সেতু নির্মাণসহ ইতোপূর্বে নির্মিত দুর্বল সেতু পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাক্ষেণের একটি প্রকল্প প্রস্তুতের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ২০১৭-২০২১ মেয়াদে একটি প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরীতে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ জরুরী। এলজিইডি তার নিজস্ব প্রকৌশলীদের দ্বারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে সমগ্র বাংলাদেশকে একটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এসব সেতু গ্রামীণ যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

ইউজিআইআইপি-৩ এর জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ইউজিআইআইপি-৩'র জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ নূরুল্লাহ্, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

বাংলাদেশের ৩১টি পৌরসভায় তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের "জেন্ডার শ্রেণীর" একটি প্রকল্প। প্রকল্পভুক্ত সব পৌরসভার পরিচালন কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয়টিকে নিবিড় ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে জেন্ডার সমতা অর্জন করা যায়। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোকে নির্দিষ্ট জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) প্রস্তুত ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে গত ২০ মে বগুড়া, ২৭ মে কুমিল্লা এবং ৯ ও ১৪ জুন ঢাকার আঞ্চলিক কার্যালয়ে চার ব্যাচে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক দু'দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং জিএপি তৈরীর কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়, যাতে পৌরসভা পর্যায়ে জিএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি (নারী কাউন্সিলর) ও কমিটির সদস্য একজন পুরুষ কাউন্সিলর এবং পৌরসচিব ও পরামর্শকগণ অংশ নেন।

নারী কাউন্সিলরদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিলো সিআরডিপি

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের খুলনা অঞ্চলের যশোর, ঝিকরগাছা, নওয়াপাড়া ও মোংলাপোর্ট পৌরসভার নারী কাউন্সিলর, সচিব ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় প্রকল্প থেকে। গত ১২ মে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যশোরে দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যশোর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) বাস্তবায়ন এবং নারী কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। ১১ জন নারী কাউন্সিলরসহ মোট ১৮ জন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। নারী কাউন্সিলরগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে এধরণের আরও প্রশিক্ষণ আয়োজনের অনুরোধ জানান।

এলজিইডি'র যশোর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন

২২শে জুন এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক টিএ প্রকল্পের যৌথ সমন্বয় কমিটির পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ সম্পন্ন

জাইকার মধ্যবর্তী রিভিউ মিশন "সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি ও অর্জন পর্যালোচনা করার জন্য গত ৫-২২ জুন বাংলাদেশ সফর করে। প্রকল্পটি পাঁচ বছর মেয়াদে (২০১২-১৭) জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির পর্যালোচনা ফলপ্রসুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জাইকা, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি যৌথ পর্যালোচনা টিম গঠন করা হয়। যৌথ পর্যালোচনা টিম পাইলট সাইট পরিদর্শনসহ প্রকল্পের যাবতীয় প্রমাণ পত্রাদি নিরীক্ষা করে। গত ২২ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প সংক্রান্ত জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (জেসিসি)'র পঞ্চম সভায় যৌথ টিম চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্তব্য ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করে।

প্রকল্পের অর্জন হিসেবে মিশন মনে করে, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (ডব্লিউএমসিএ) এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি) পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ক্ষেত্রে সরকারী সেবার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে উপকারভোগীদের প্রণোদনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

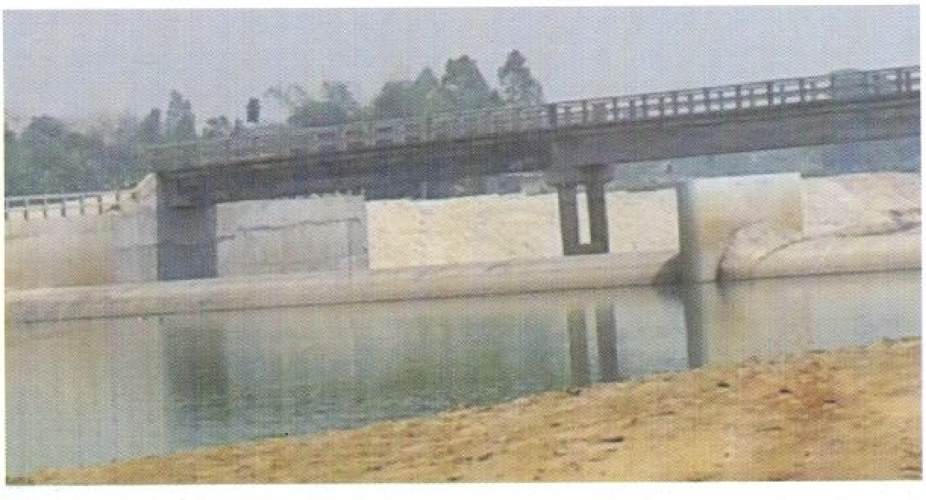

শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার ভোগাই নদীতে রাবার ড্যাম

তিন বৃহত্তর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিন মাসে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের ১২টি উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর জেলায় জাইকা সহায়তায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। হস্তান্তরিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ফরিদপুরে ৩টি, হবিগঞ্জে ১টি, মৌলভীবাজারে ৪টি, সুনামগঞ্জে ১টি এবং ময়মনসিংহে ৩টি। এ নিয়ে প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯৭টি উপ-প্রকল্প হস্তান্তরিত হলো। আরও ৬৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, যা শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে।

শুরু হচ্ছে ভোগাই নদীতে রাবার ড্যাম ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম

ভূ-উপরিস্থিত পানির সফল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে এলজিইডি সর্বপ্রথম রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ শুরু করে। এ যাবৎ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি ৩৮টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কাছে হস্তান্তর করেছে। রাবার ড্যামগুলো কৃষি ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও সমবায় ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থায় উন্মোচিত করেছে এক নতুন দ্বার।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে শেরপুরের নকলা উপজেলার ভোগাই নদীতে ১০০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম নির্মিত হয়েছে। এই ড্যাম নির্মাণের ফলে উপজেলার ৯টি গ্রাম- তারাকান্দা, হাসনখিলা, পিছলাকুড়ী, উরফা, মুজাকান্দা, লয়খা, চরপাড়া, চকমোকামিয়া ও মোকামিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সেচের আওতায় আসবে এবং প্রায় ৯০০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ দেয়া যাবে। এর মধ্যে প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে পাম্প ছাড়াই সেচের পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বাকী ৫০০ হেক্টর জমিতে পাম্পের সাহায্যে সেচ দেওয়া যাবে। রাবার ড্যামটি চালু হলে উপ-প্রকল্প এলাকার বোরো ধানের উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ১৫০০ টন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। প্রকল্প এলাকার মোট ৭৩৫ পরিবারের মধ্যে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৬২৫। ক্রমান্বয়ে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতির ক্ষেত্রে রাবার ড্যামের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

এসএসডব্লিউআরডিপির আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে দক্ষতা বাড়াতে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিন মাসে জাইকা সহায়তাপুষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি) এর আয়োজনে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমবায় অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে "বুনিয়াদী সমবায় ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" বিষয়ক কোর্স। এই কোর্সে ১২টি ব্যাচে ৩৬টি উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশ নেন।

উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ময়মনসিংহ, সিলেট, হবিগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় ৬টি ব্যাচে ৪২টি পাবসস এর ওএন্ডএম কমিটিকে "পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ" সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ৫টি জেলায় মাঠ পর্যায়ে ৬টি পাবসস এর ২৪০ জন সদস্যকে "জেন্ডার উন্নয়ন ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ" দেয়া হয়।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়াতে আয়োজিত ৫টি ব্যাচে ৩০টি উপ-প্রকল্পের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে। মৎস্য উৎপাদনে দক্ষতা বাড়াতে ১৩টি ব্যাচে মৎস্য কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ৭৮টি উপ-প্রকল্পের সদস্যদের। প্রশিক্ষণ পাওয়া সদস্যগণ নিজ নিজ উপ-প্রকল্পের অন্যান্য কৃষকদের একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এতে উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্মিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীগণ দক্ষভাবে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নতি, পানি সংরক্ষণ ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করতে সমর্থ্য হবেন।

জীবনযাত্রার মান বাড়াতে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন মহারশি উপ-প্রকল্পের নির্বাচিত পাবসস এর নারী সদস্যদের ২৫দিন ব্যাপী দর্জি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নতুন সেলাই মেশিনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি): উপ-প্রকল্পসমূহের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (পাবসস) নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং নারী সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতাবৃদ্ধি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের নির্বাচিত নারী সদস্যদের জন্য আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন ১৫টি উপ-প্রকল্পের ৩৩৩ জন নারী সদস্য। ১৮টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিলো ৭টি ব্যাচে প্রাণী সম্পদ, মৎস্য ও শাক-সবজি চাষ বিষয়ক এবং ১১টি ব্যাচে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স। বিভিন্ন মেয়াদের এসব কোর্সে মোট ৩৬২৩ প্রশিক্ষণ দিবস সৃষ্টি হয়েছে।

২৫ দিন ব্যাপী দর্জি বিজ্ঞানের ১১টি ব্যাচে ১৩০ জন নারী অংশ নেন। দর্জি কাজে আগ্রহী এবং একাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন নারীদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয় এই প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে। অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৭৩ জন, যাদের সেলাই মেশিন ছিলো না, প্রশিক্ষণ ভাতার সঙ্গে নিজ অর্থ অথবা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে নতুন সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। ইতোপূর্বে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া ১১০ সদস্যের মধ্যে ৯৪ জন নতুন সেলাই মেশিন কিনেছিলেন। প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭৪২ জন নারী সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় সব নারী সদস্যই আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ শুরু করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জরীপে দেখা গেছে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেয়া ৩৫টি উপ-প্রকল্পের ৪০৯ জন নারীর মধ্যে ২৫ জনের মাসিক গড় আয় দশ হাজার টাকার ওপরে; ১৩৩ জনের আয়ের সীমা পাঁচ থেকে দশ হাজারের মধ্যে এবং ২০০ জন মাসে আয় করেন পাঁচ হাজার টাকার নিচে। আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত নারীরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির অভাব পূরণে অনেকটাই সক্ষম হয়েছেন। তারা বিশেষতঃ শাক-সবজি ফলিয়ে, দুধ-ডিম উৎপাদন করে অথবা হস্তশিল্প কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে নিজেদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছেন। আয়ের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অনেকেই আয়ের একটা অংশ পারিবারিক প্রয়োজনে খরচ করে পরিবারে নিজেদের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (পিএএসডব্লিউআরএসপি): পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নারী সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর দু'দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি পাবসস থেকে ৬ জন করে ১৬০টি পাবসস এর মোট ৯৬০ জন নারী সদস্যকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস স্টাডি এবং রোল-প্লে তথা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়কে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে সহজেই বিষয়টি বোধগম্য হয়। প্রশিক্ষণে আয়বৃদ্ধিমূলক কোনও কর্মকাণ্ড শুরু করতে হলে কোন কোন বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় মূলধন ও আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা, পণ্যের চাহিদা ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদির ওপর। এছাড়া পাবসস বা অন্য সংস্থা থেকে ঋণ পেলে আয়বৃদ্ধিমূলক কোন কাজ করা সহজ হবে এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ নারীদের জন্য কী ধরণের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে গত ২৯ জুন সোমবার এলজিইডির সদর দপ্তরে এক বিশেষ দোয়া মাহফিল ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এলজিইডির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ দোয়া মাহফিলে যোগদেন। এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব মনজুর হোসেন, এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাসরিন আক্তার উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এ ধরণের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। তিনি এলজিইডির সমৃদ্ধি কামনা করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং এলজিইডির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। দোয়া মাহফিলে দেশের সমৃদ্ধি এবং সুখ ও শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক।

এলকেএসএস লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিমিটেডের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল শনিবার এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এবং এলকেএসএস লিমিটেড এর সভাপতি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

স্বাগত বক্তব্যে ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, সমিতির ৯৮১০ জন সম্মানিত সদস্যের শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সমিতির ২০১৪-১৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ। এরপর এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক এবং সমিতির পরিচালক (অর্থ) জনাব নূর মোহাম্মদ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে সমিতির সভাপতি এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এলকেএসএস লিঃ ইতিমধ্যেই এগারটি বছর অতিক্রম করেছে। শুরু থেকে সমিতির প্রতিটি সদস্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততা এবং ঐকান্তিক চেষ্টার সুফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন লাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে। শুধুমাত্র আর্থিকভাবেই লাভবান হওয়া নয়, দুঃসময়ে এলজিইডি পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা, আপদকালীন সহায়তা, শিক্ষা-বৃত্তি ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে নানাবিধ দায়িত্ব পালন এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এদিন এলকেএসএস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান, যারা এস এস সি ও এইচ এস সি এবং সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে, তাদের সম্বর্ধনা দেয়া হয়। কৃতি শিক্ষার্থীদের সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এলকেএসএস এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সমিতির সভাপতি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

পর্যালোচনা সভা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভায় বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ এবং সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজের অগ্রগতি, গুনগত মান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাজ বাস্তবায়ন বা প্রশাসনিক কোনও সমস্যা থাকলে তা নিরসনে দিক নির্দেশনা দেন প্রধান প্রকৌশলী।

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট থেকে ১৮ পৌরসভায় গাড়ি প্রদান

পৌরসভার কাজে গতি আনতে এবং মানসম্পন্ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য জাইকা সহায়তাপুষ্ট নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় ১৮টি পৌরসভায় গাড়ি দেয়া হয়েছে। এলজিইডির নর্দান বাংলাদেশ ইন্ট্রিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবিদেপ) দেশের ১৪টি জেলার ১১৭টি উপজেলা ও ১৮টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। নবিদেপ-ই প্রথম প্রকল্প যার মাধ্যমে পল্লী ও নগর অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো এবং পৌর এলাকার রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্টসহ অন্যান্য নগর অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পৌর ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজের মান বজায় রাখতে এবং পৌরসেবা প্রদানে গতি আনতে প্রকল্প থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় গাড়িগুলো দেয়া হলো। গত ২৭ মে এলজিইডি সদর দপ্তরে এ উপলক্ষে আয়োজিত চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক।

নবিদেপ এর আওতায় ১৮টি পৌরসভার মেয়রদের হাতে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক। এলজিইডি প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, সরকার সচেতন, আপনারা পৌরসভার মেয়র, আপনাদেরও সচেতন হতে হবে, দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি পৌরকর আদায়ের হার বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়ন বান্ধব সরকার। দেশের ১৮টি পৌরসভার উন্নয়ন কাজকে বেগবান করতে গাড়িগুলো হস্তান্তর করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ রয়েছে, তাই তিনি সারাদেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। তিনি জাইকাকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবিদেপ এর প্রকল্প পরিচালক এ, এন, এম এনায়েত উল্লাহ। পৌর মেয়রদের পক্ষে বক্তব্য দেন মেলানদহ পৌর মেয়র মোঃ দিদার পাশা।

জাইকা ভাইস প্রেসিডেন্টের এলজিইডি পরিদর্শন

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ হিরোসি কাতো গত ১৭ মে রবিবার এলজিইডি সদর দপ্তরে আসেন। এ উপলক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) জনাব ইফতেখার আহমেদ জাইকাসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার তথ্য চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

উন্নয়নমূলক কাজে এলজিইডির সাফল্যের প্রশংসা করে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সেক্টরে এলজিইডির সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, জাইকা বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু। তিনি জাইকাকে এলজিইডির পাশে থাকায় ধন্যবাদ জানান। এ সময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্টকে এলজিইডির গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট ঘুরে দেখানো হয়।

এলজিইডি সদর দপ্তরে আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিরোসি কাতো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কাঁঠালিয়া নদীর ওপর এলজিইডির ২টি সেতুসহ অন্যান্য সংস্থার বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

কুমিল্লা-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর ওপর দুটি সেতু উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ মে কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর ওপর নবনির্মিত ৪১৮ মিটার ও ৩০৪ মিটার দীর্ঘ দুটি সেতু উদ্বোধন করেন। একই সময় তিনি অন্যান্য সংস্থার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি; রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক, এমপি; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা জেলার মেঘনা একটি নব গঠিত উপজেলা। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে হোমনা উপজেলার ৪টি এবং দাউদকান্দি উপজেলার ৪টি মোট ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে মেঘনা উপজেলা গঠিত হয়। এতোদিন নৌ-পথই ছিল মেঘনা উপজেলার জনসাধারণের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। হোমনা-মেঘনা উপজেলা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর ওপর সেতু দুটি নির্মাণের ফলে চর অঞ্চলের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন রাজধানী এবং জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এখানকার উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও মৎস্য এখন অতি সহজেই কম সময়ে ও খরচে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌছানো সম্ভব হবে।

এলজিইডির পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প থেকে এ দুটি সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতু দুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কলম্বিয়া-ইসরাত এন্টারপ্রাইজ যৌথ উদ্যোগে ৪১৮ মিটার এবং মেসার্স মধুকন রকভিল মেটকো যৌথ উদ্যোগে ৩০৪ মিটার সেতু নির্মাণ করে।

এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে প্রধান প্রকৌশলীর পর্যালোচনা সভা

এলজিইডির উন্নয়নমূলক কাজের গতি ত্বরান্বিত করা, কাজের গুনগতমান বৃদ্ধি এবং এলজিইডিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই সারাদেশে এলজিইডির সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা সভা করেছেন। এরই অংশ হিসেবে এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে এবং মে মাসে রাজশাহী ও বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর অঞ্চলে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। *এরপর পৃষ্ঠা - ১০*

২৪ এপ্রিল ২০১৫ এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

উপদেষ্টা: শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। সম্পাদক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েব সাইট: www.lged.gov.bd